গল্প • শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

ছবি • ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

কমিকস

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর কাহিনি অবলম্বনে

অদ্বিতীয়

গল্প • শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি • ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য

সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সীর কাহিনি অবলম্বনে
অদ্বিতীয়
গল্প • শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ছবি • ওঙ্কারনাথ ভট্টাচার্য
শীতের দুপুর। বাড়ির ছেলেরা কাজে বেরিয়ে গেছে। সেইসময় ...
ঠক ঠক
এখন আবার কে এল?
চিকনের ভাল ব্লাউজ আছে দিদি। দেখবেন?
কে ?

কই? কী আছে দেখি।

চিকনের জিনিস। এই যে দেখুন। খুব ভাল।
হুম। ভেতরে এসো।

হ্যাঁ। বাইরে দাঁড়িয়ে কি এসব ভাল করে দেখা যায়? বাড়িতে আর কেউ থাকলে একটু দেখান না ডেকে।

এখন বাড়িতে কেউ নেই গো। আমি একা। এইটা বেশ ভাল।
এ কী!

আলমারির চাবি দে। চটপট। চেঁচালেই পেট ফুটো করে দেব মুটকি।

ওরে বাবা! দিচ্ছি দিচ্ছি। গুলি কোরো না।

এ আর নতুন কী? মেয়েরা দিনে ডাকাতি করেই থাকে।

তাই বুঝি? আর তোমরা ছেলেরা খুব সাধু, তাই না?
এই রে!

সত্যবতী যে এসে পড়বে ভাবিনি।

যত দোষ মেয়েদের, না?
না। তা বলিনি। কিন্তু তোমরাও কিছু কম নয়।

তোমাদের স্বভাবই হল মেয়েদের নিন্দে করা। কই শুনি, মেয়েরা কী দোষ করেছে?
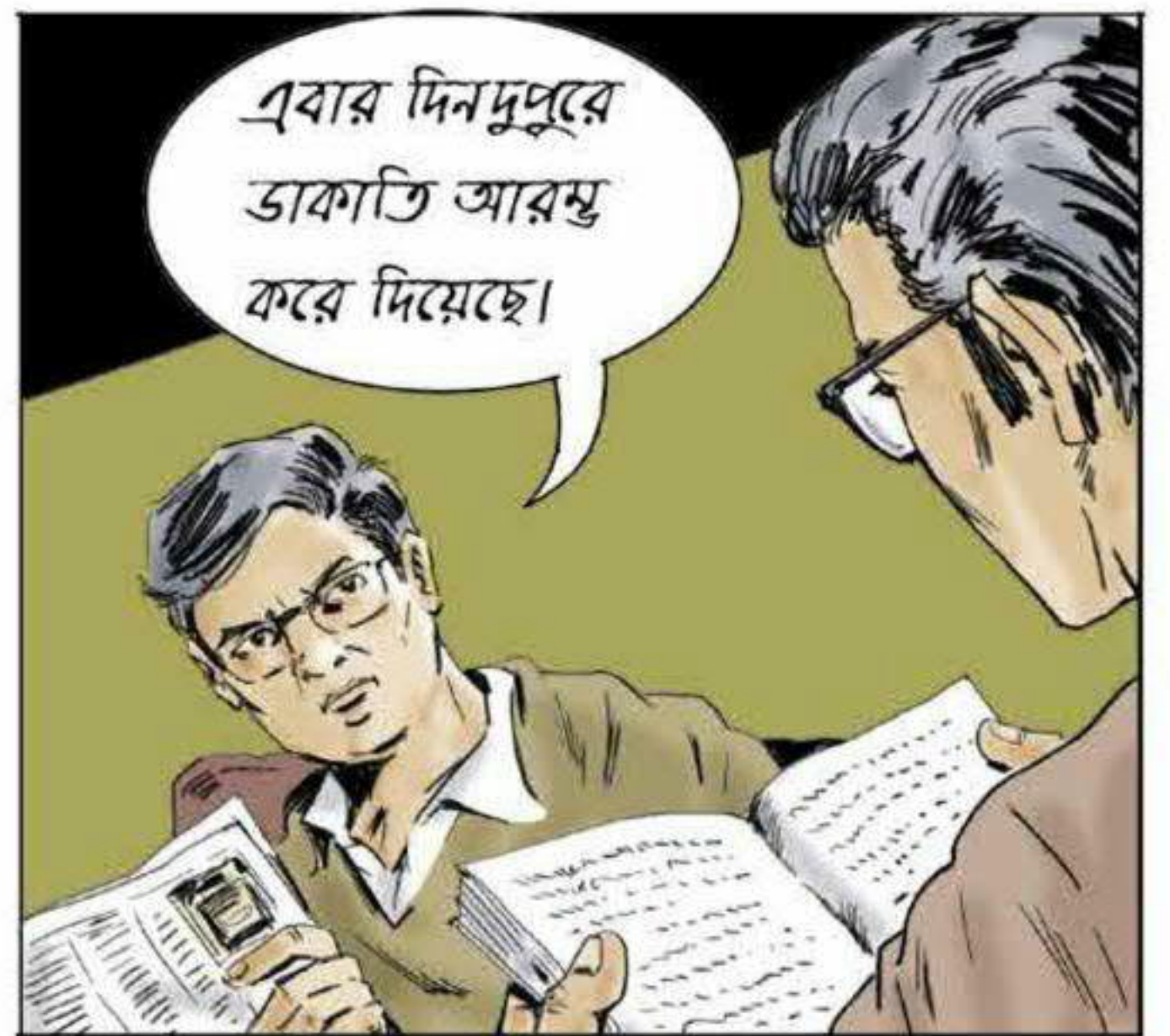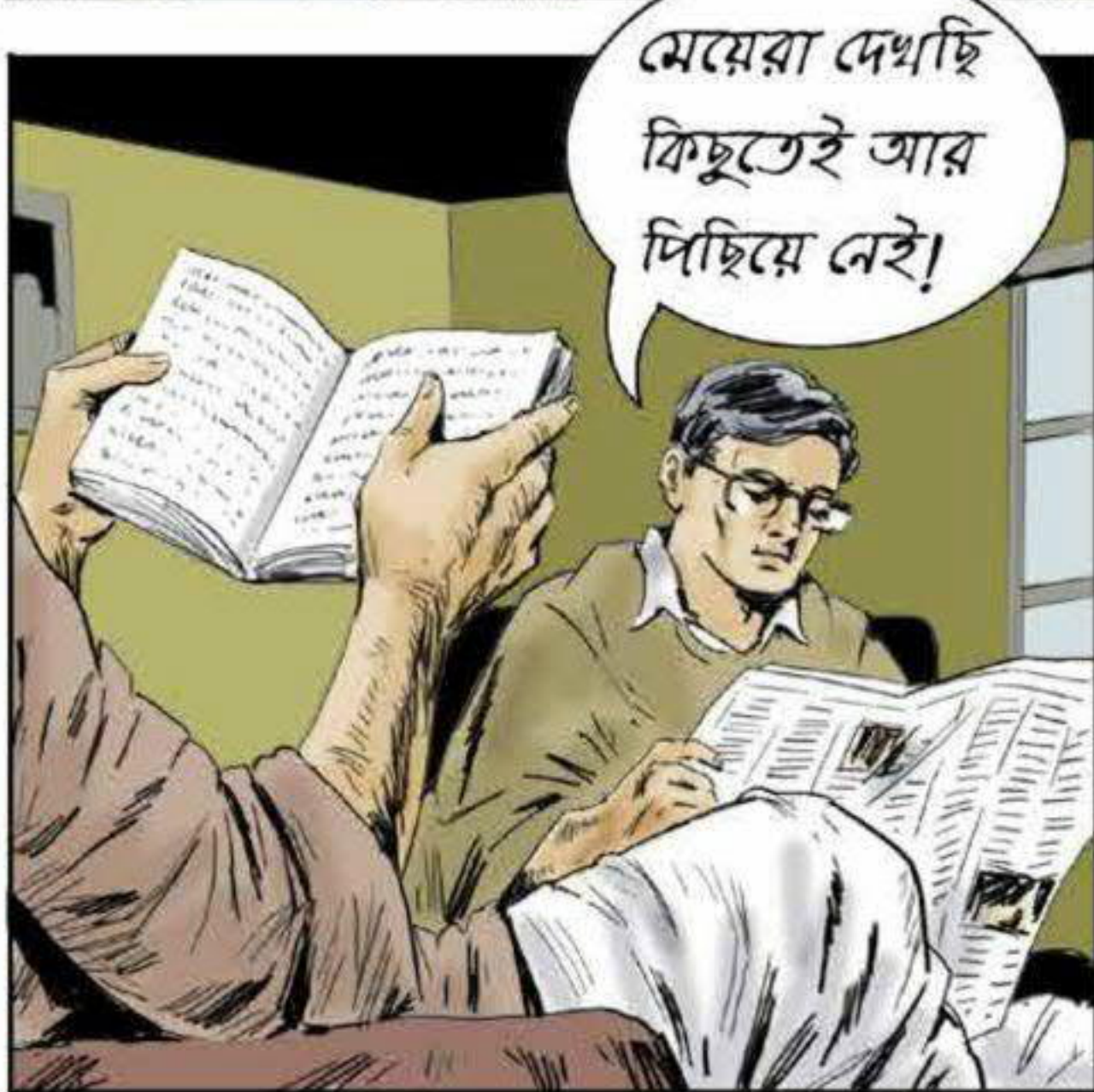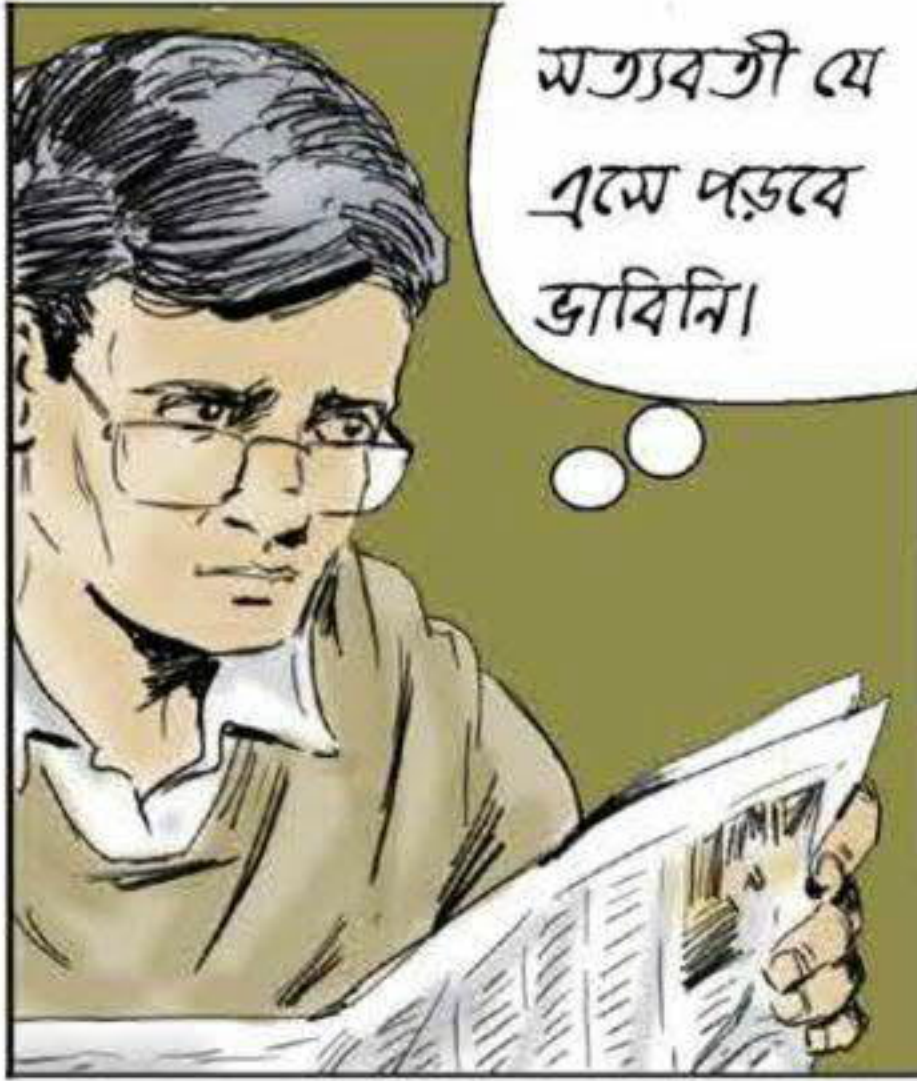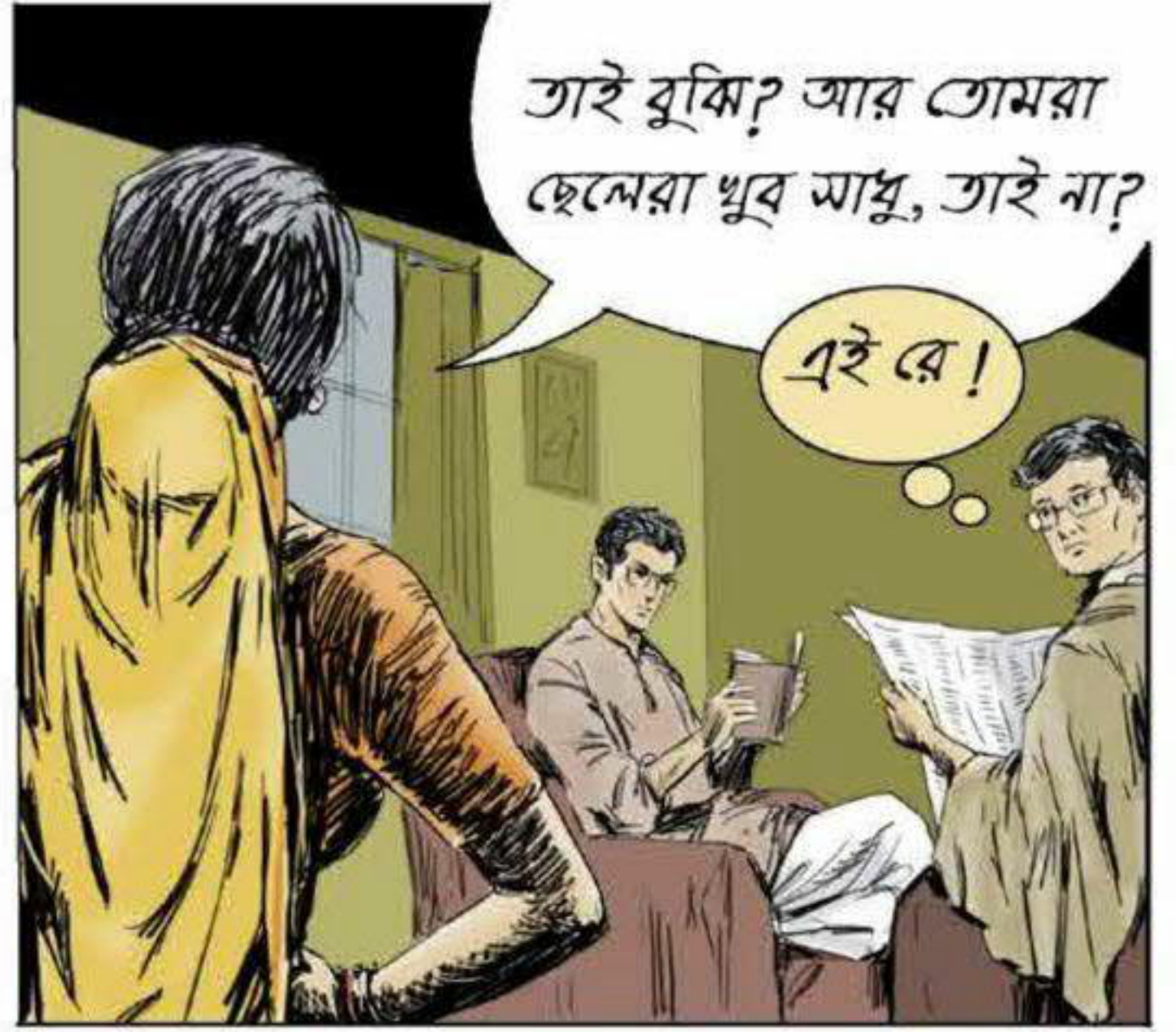
এক বা একাধিক ভদ্রশ্রেনির যুবতী তাক বুঝিয়া দুপুরবেলায় বাহির হয়। ফেরিওয়ালির বেশে গৃহস্থের ঘরে হাজির হইয়া পিস্তল বা ছুরি দেখাইয়া টাকাকড়ি, গহনাপত্র লইয়া প্রস্থান করে।

কী? এবার কী বলবে?
বেশ, মেনে নিলাম। ওরা দোষ করেছে।

কিন্তু তোমরা যে খুন-জখম করছ, যুদ্ধ বাঁধিয়ে হাজার হাজার লোক মারছ, তার বেলা কিছু নয়?

সে তুলনায় মেয়েরা ক'টা খুন করেছে!
তোমরা এতদিন ঘরের মধ্যে বন্ধ ছিলে। তাই বিশেষ সুবিধে করতে পারনি। এখন স্বাধীন হয়ে বিক্রম বেড়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র কতকাল আগে দেবী চৌধুরানীর কথা লিখে গেছেন। সেকেলে মেয়ে হয়েই যদি এই হয়ে থাকে, তা হলে একালের মেয়েরা কী করবে একবার ভাবো অজিত!

আজকের কাগজেও পুরুষ-কৃত একটা খুনের খবর ছিল। সেটা চেপে গিয়ে বললাম

ছিঃ ! মিছে কথা বলতেও তোমাদের জোড়া নেই। তোমরা প্রত্যেকে এক একটা মিথ্যেবাদী – চোর ডাকাত – খুনি ...

তখনই দরজায় কড়া নড়ে উঠল
ঠক.
ঠক.

সত্যবতী বিজয়িনীর মতো ভেতরে চলে গেল। আমি দরজায় গিয়ে দেখলাম ডাকপিওন এসেছে।

তোমার নামে এসেছে। কে পাঠিয়েছে লেখা নেই।
?

নবীন লেখকের পাণ্ডুলিপি মনে হচ্ছে। তুমি প্রকাশক হওয়ার পর থেকেই এই অত্যাচার আরম্ভ হয়েছে।
পাণ্ডুলিপি না-ও হতে পারে। খুলে দ্যাখো না।

তাহলে তুমি খুলে দ্যাখো।

আরে ! এ যে দেখছি চিঠি। লম্বা চিঠি। তোমাকেই লিখেছে। প্রায় ছোটগল্পের শামিল।
প্রেমপত্র নয় নিশ্চয়। তুমি পড়ো, আমি শুনি।

ভদ্রলোকের নাম চিন্তামনি কুণ্ডু। উনি লিখছেন – শ্রী ব্যোমকেশ বক্সী মহাশয়। আমার শক্তি থাকলে আমি গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতাম। কিন্তু কয়েক বছর ধরে আমার পক্ষাঘাত হয়ে বাম অঙ্গ অচল। তাই পত্র দিচ্ছি।
আমার বয়স এখন সাতান্ন। স্ত্রী-পুত্র নেই। তিনটি বাড়ি আছে। দুটি ভাড়া দিয়েছি। একটির দ্বিতলে আমি থাকি। দেখাশোনার জন্য একটি চাকর আছে।

আমি কলকাতার পূর্ব – দক্ষিণ অঞ্চলে থাকি। যে বাড়িতে আমি থাকি তার উলটো দিকে আমার অন্য দুটি বাড়ি আছে। সেগুলো ভাড়া দিই।
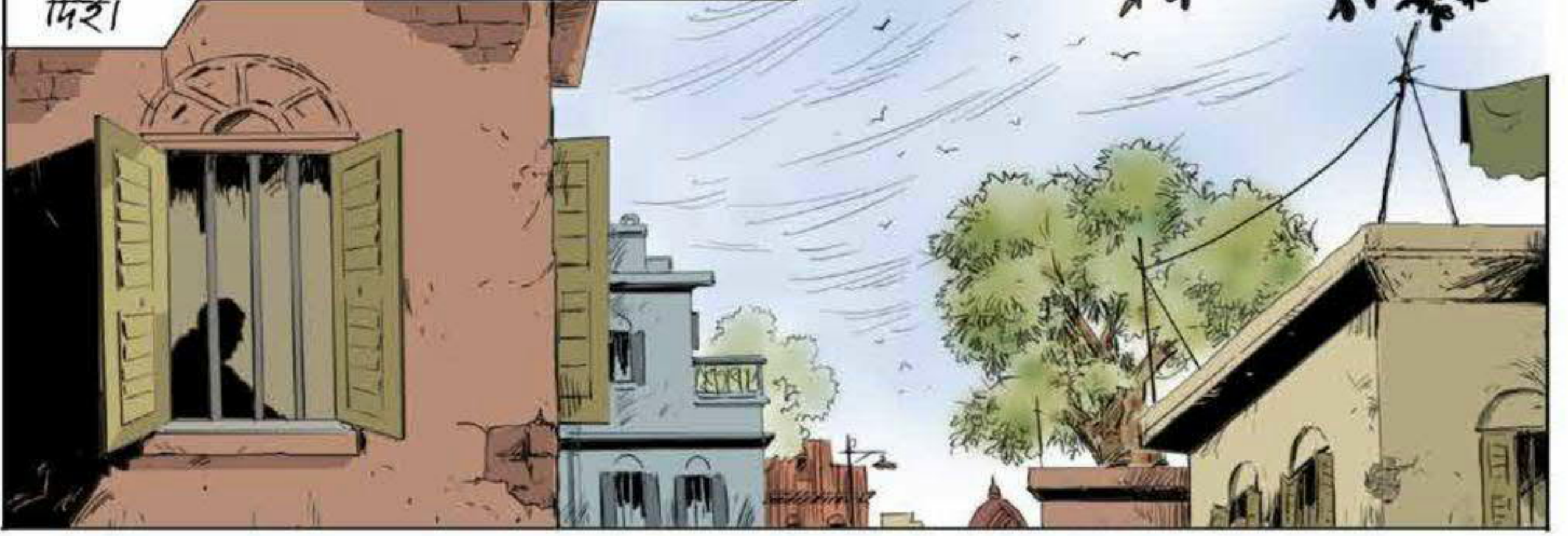
চলাফেরা করতে পারি না। ঘরেই আমার সময় কাটে। একটি বাইনোকুলার কিনেছি। তাই নিয়ে জানলার ধারে বসে বাইরের দৃশ্য দেখি। ভাড়াবাড়ির দিকেও নজর রাখি।

মাস দেড়েক আগে, পৌষ মাসের মাঝামাঝি একটি ছোকরা আমার সঙ্গে দেখা করতে এল।
ছোকরা চুলে রং করেছে।
নমস্কার। আমার নাম তপন সেন। ভেতরে আসতে পারি?

আসুন। কী দরকার বলুন তো?
শুনলাম, আপনার জোড়া বাড়ির একটি নাকি খালি হয়েছে। আমি ভাড়া নিতে চাই।

হ্যাঁ। কিছুদিন হল বাড়িটা খালি হয়েছে। তা, আপনার কী করা হয়?
খবরের কাগজে চাকরি করি। নাইট এডিটর। সারা রাত কাজ আর সারা দিন ঘুম।

সংসারে কে কে আছে?
সবেমাত্র সংসার করেছি। আমি আর আমার স্ত্রী। আর কেউ নেই।
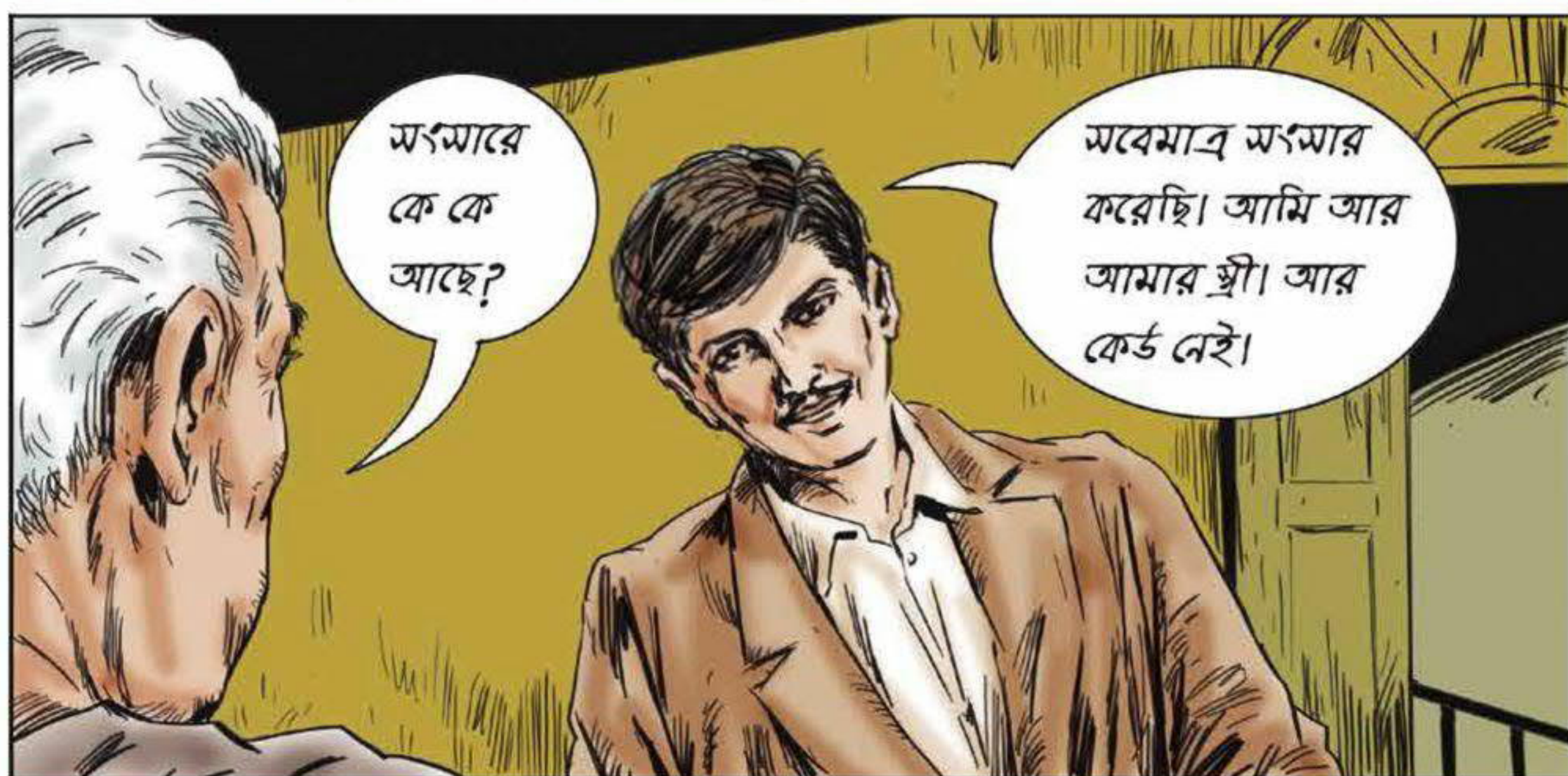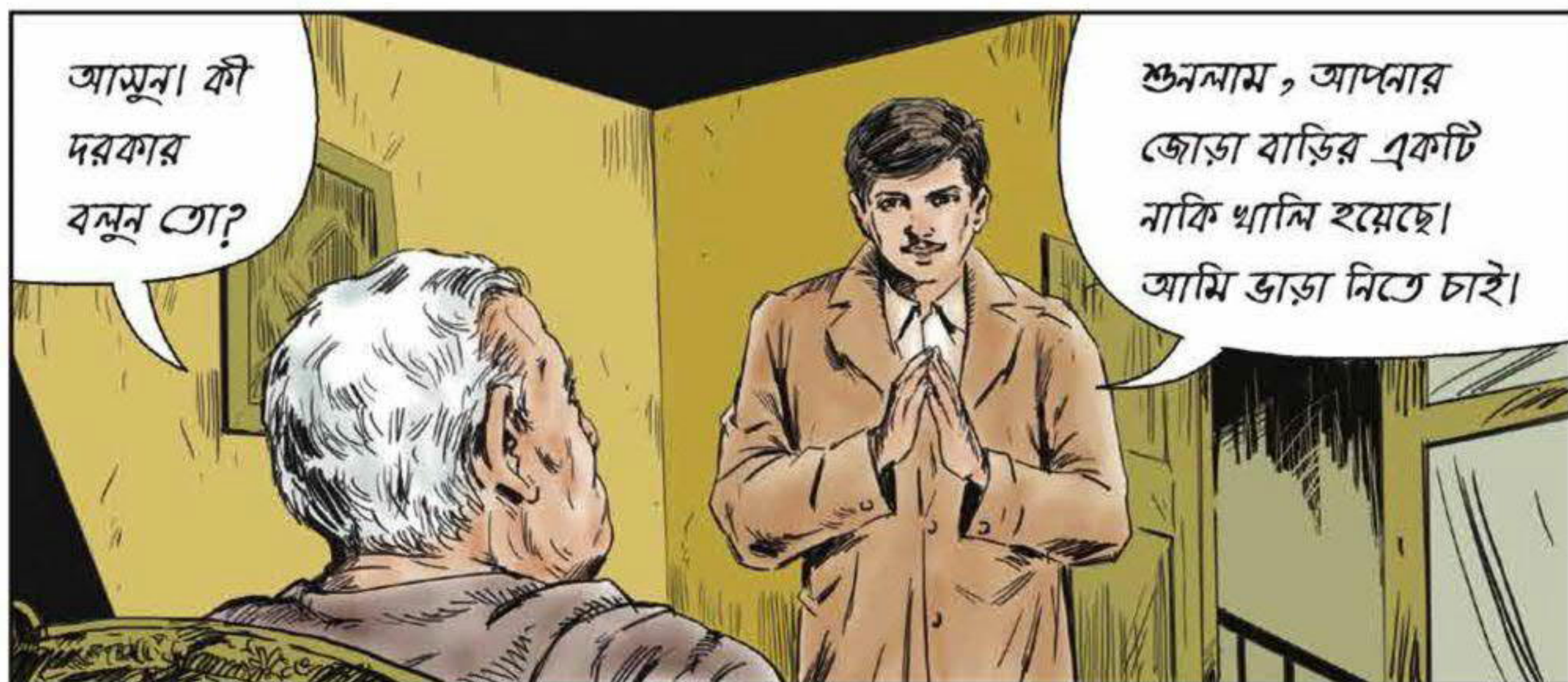
বেশ। আপনাকে ভাড়া দেব। মাসে দেড়শো টাকা ভাড়া।
আমার পক্ষে এটা একটু বেশি হয়ে যায় ...
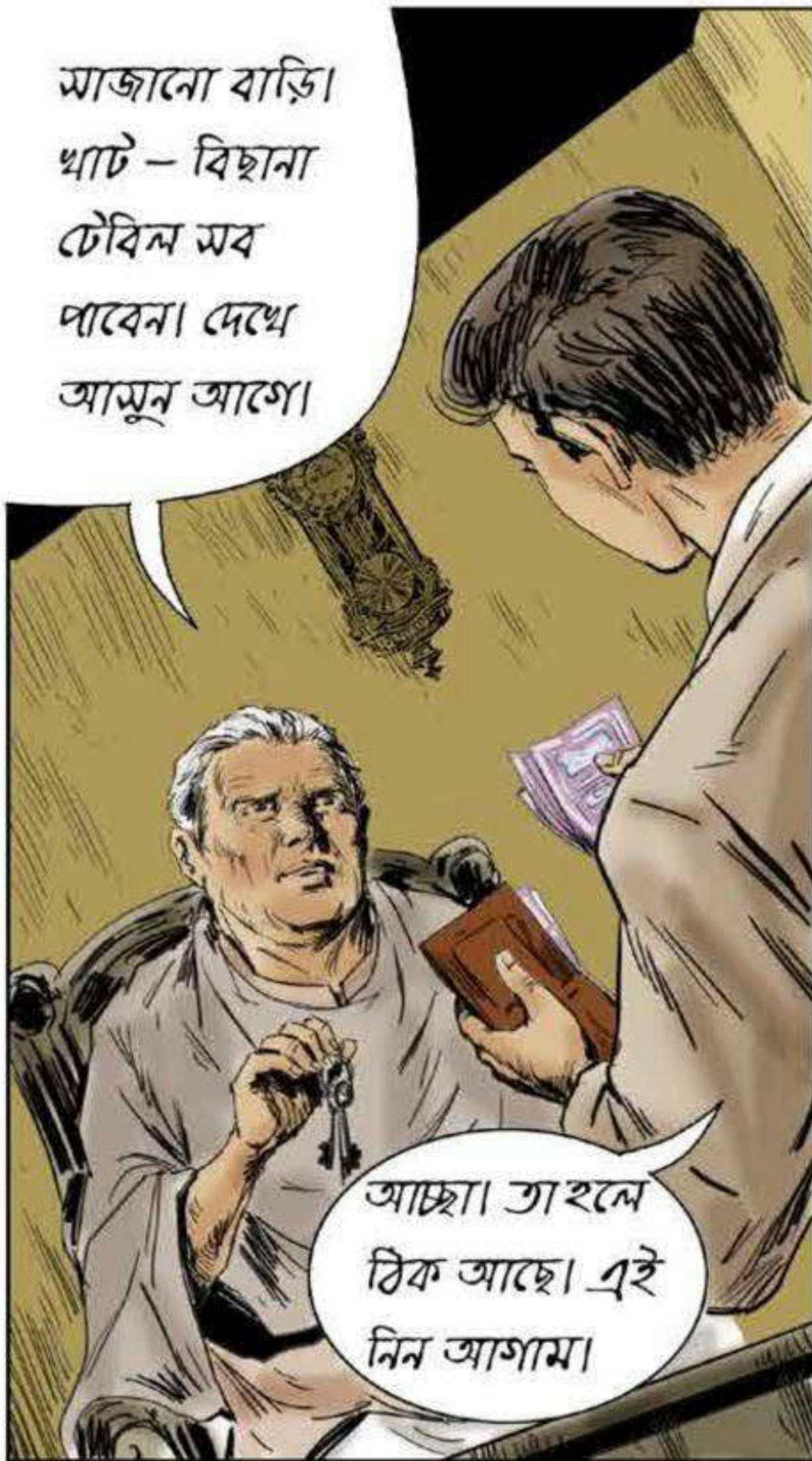
সাজানো বাড়ি। খাট – বিছানা টেবিল সব পাবেন। দেখে আসুন আগে।
আচ্ছা। তাহলে ঠিক আছে। এই নিন আগাম।

তপন সেন বাড়ি দেখতে চলে গেল।

একটু পরেই ফিরে এসে –
আমার পছন্দ হয়েছে। কাল থেকে আসব?
বেশ তো। আসুন।

পরদিন সকালে আমার চাকর রামাধীনকে পাঠালাম তাদের কাছে।

নতুন ভাড়াটে। তাদের সুবিধা অসুবিধার খোঁজখবর নেওয়া দরকার।

জি হুজুর।

ওরা নতুন। দেখো, কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না।

আমি জানলায় বসে দেখতে লাগলাম।

রামাধীন গিয়ে কড়া নাড়তে, দরজা খুলে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল।

রামাধীনের সঙ্গে মেয়েটি আমার কাছে এল। মিষ্টি চেহারা। গালে মুসুরডালের মতো একটি তিল।
আমার নাম শান্তা। খুব সুন্দর বাড়ি পেয়েছি। আমাদের কোনও অসুবিধে নেই।
আপনি বসুন।

আমাকে আপনি বলবেন না। আমি আপনার মেয়ের বয়সি।

আচ্ছা। তা ঝি-চাকর যদি দরকার হয় – পাড়ায় নতুন এসেছ তো –
না, না। দরকার নেই।
আমাদের ছোট সংসার। আমি একাই সব কাজ সামলে নিতে পারব।

বেশ, বেশ। তুমি কি সারা দিন ঘরেই থাকো?
আমি পড়াই। চেতলার দিকে, মেয়েদের স্কুলে।
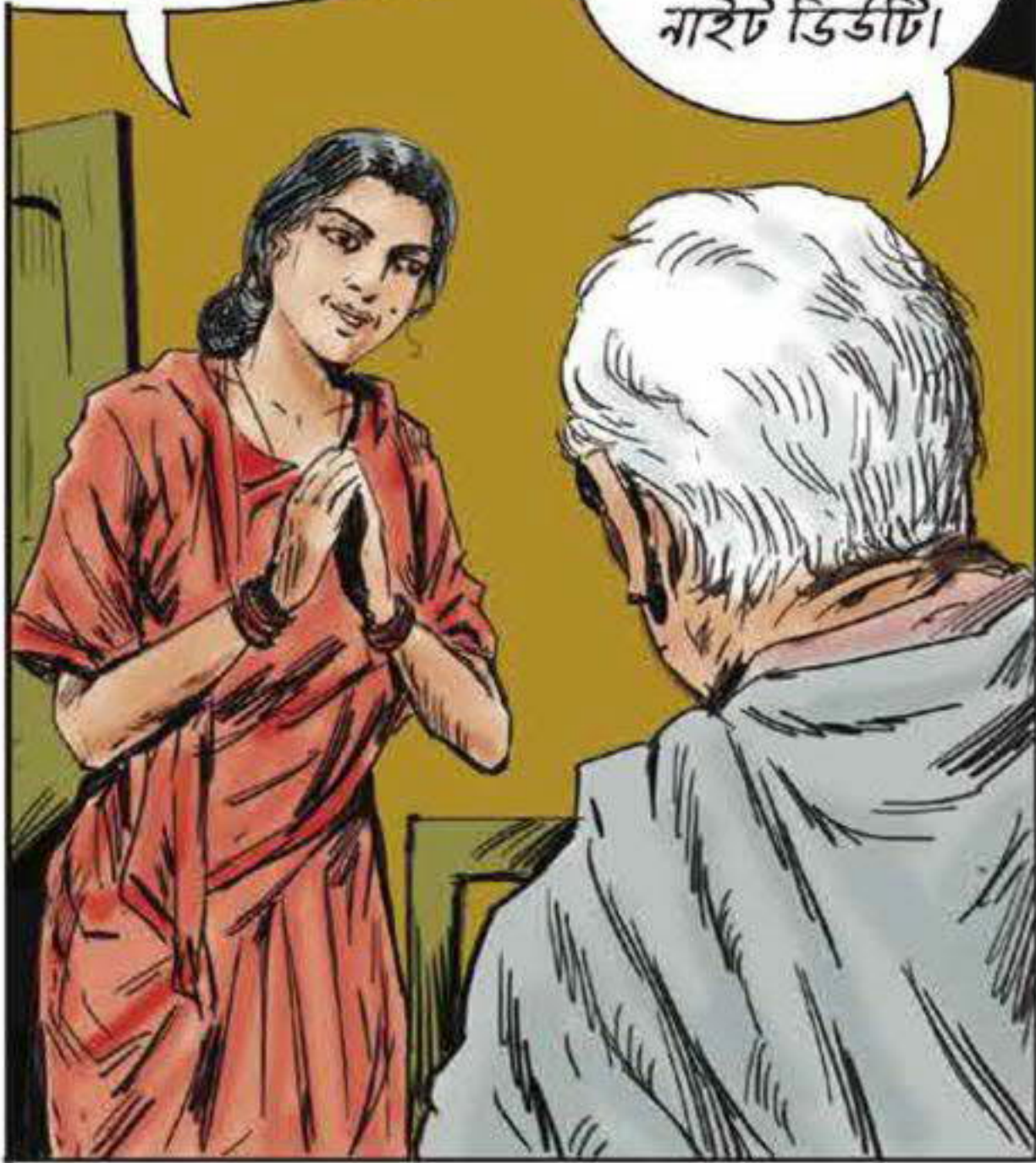
এদের দু'জনকে আমার ভাল লেগে গেল। বাড়ির নীচের তলার ভাড়াটেরা এদের মতো মিশুকে নয়।

সন্ধ্যার পর দেখলাম, তপন কাজে বের হল।

কিন্তু একটা ব্যাপার
খুব অদ্ভুত লাগল।
তপন বেরিয়ে গেলেই
ওদের ঘরের ইলেকট্রিক
আলো নিভে যায়।
শুধু একটা মোমের আলো
কিছুক্ষন জ্বলে। একসময়
তা-ও নিভে যায়।
তপনের স্ত্রীর কি আলোর
প্রয়োজন হয় না?

ভাবলাম, হয়তো সকালে
স্কুলে পড়াতে যায়, তাই
সে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ে।

এক রবিবারের সকালে
তপনের স্ত্রী গল্প করতে এল।
তোমার কর্তা কি
এখনও ঘুমোচ্ছে?

হ্যাঁ। সারা রাত জেগে
ডিউটি করে তো।
তাই ...
তুমি রাতে ইলেকট্রিক
আলো জ্বালাও না
দেখেছি। কেন বলো তো?
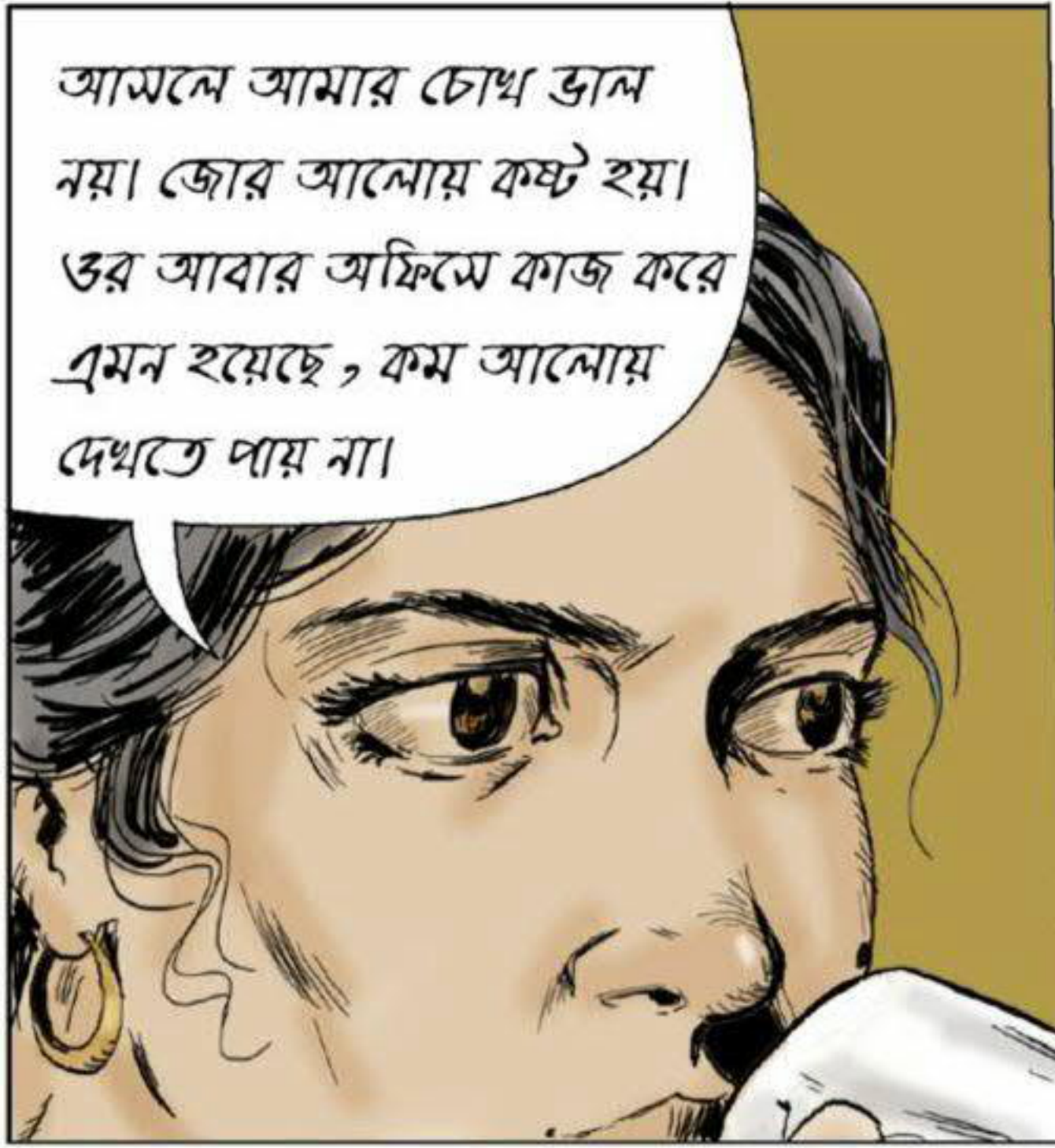
আসলে আমার চোখ ভাল নয়। জোর আলোয় কষ্ট হয়। ওর আবার অফিসে কাজ করে এমন হয়েছে, কম আলোয় দেখতে পায় না।
তাই ও বেরিয়ে গেলেই আমি মোমবাতি জ্বালি। আপনি লক্ষ করেছেন?
হ্যাঁ। আমি তো সারা দিন এই জানলার ধারেই বসে থাকি।
সত্যি, আপনার তো কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। আমি আসব, মাঝে-মাঝে ওকেও পাঠিয়ে দেব।
এভাবেই চলছিল। একদিন সন্ধের পর অফিস যাওয়ার পথে তপনও দেখা করে গেল।

সপ্তা দুয়েক আগে,
গভীর রাতে একটা
ব্যাপার লক্ষ করলাম।
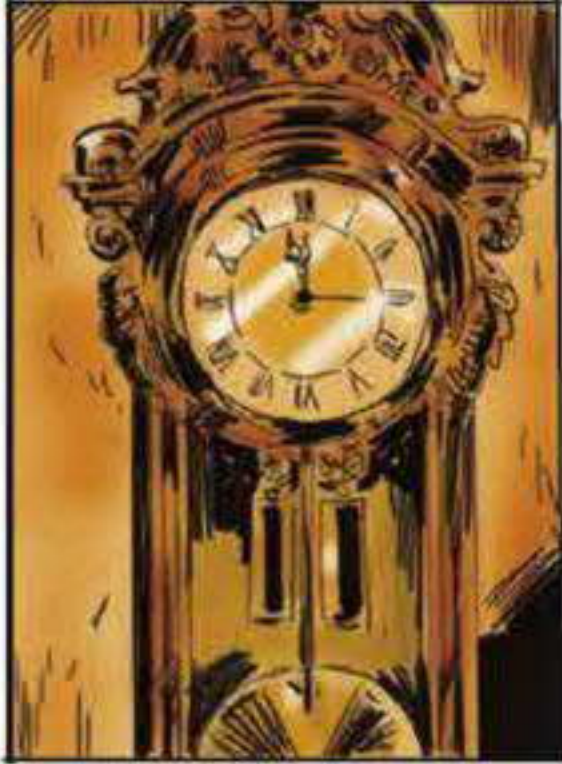
একজনকে আসতে
দেখলাম।
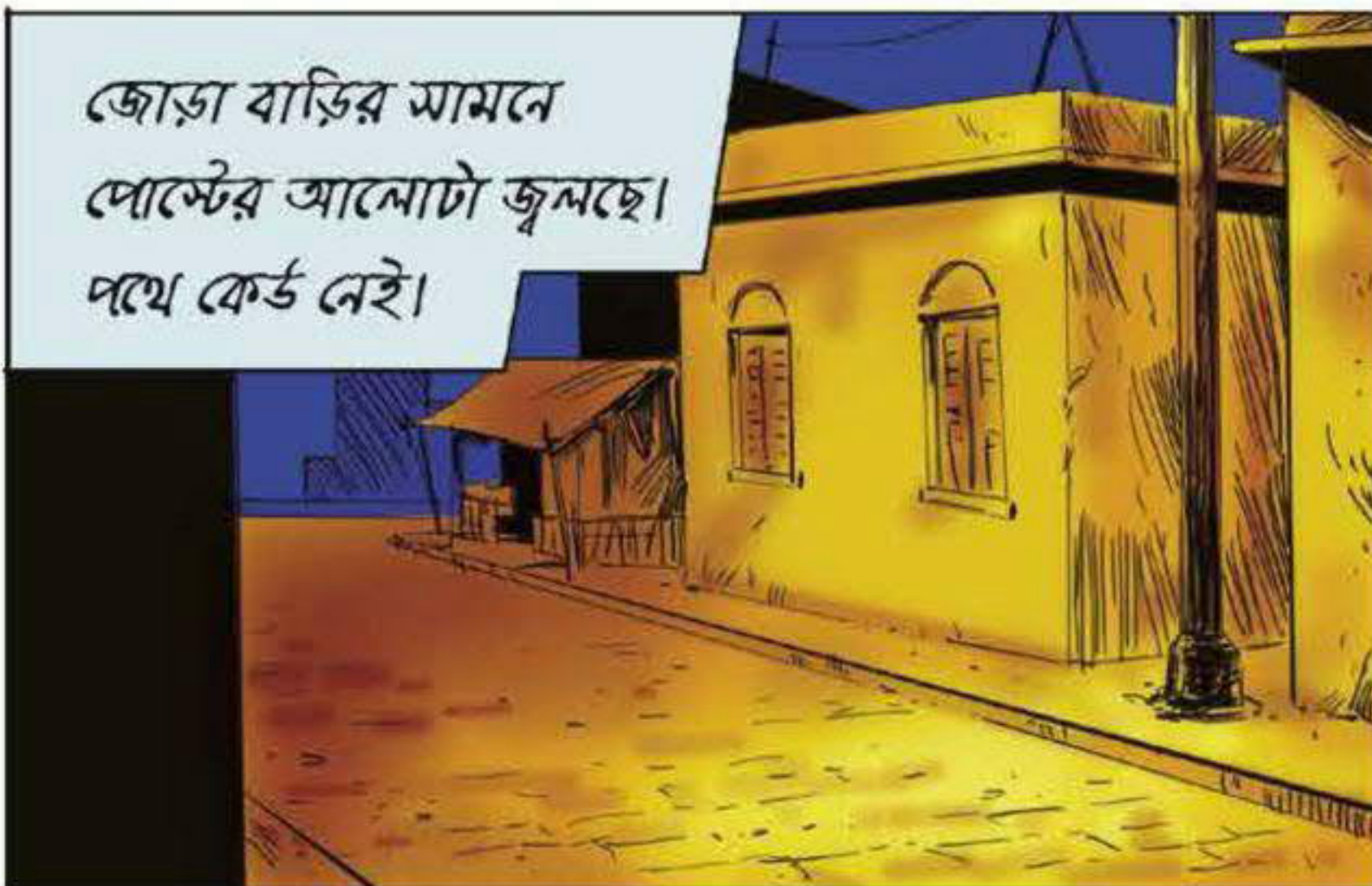
র‍্যাপার মুড়ি দেওয়া লোকটা
দুই বাড়ির মধ্যের গলিতে
চট করে ঢুকে গেল।
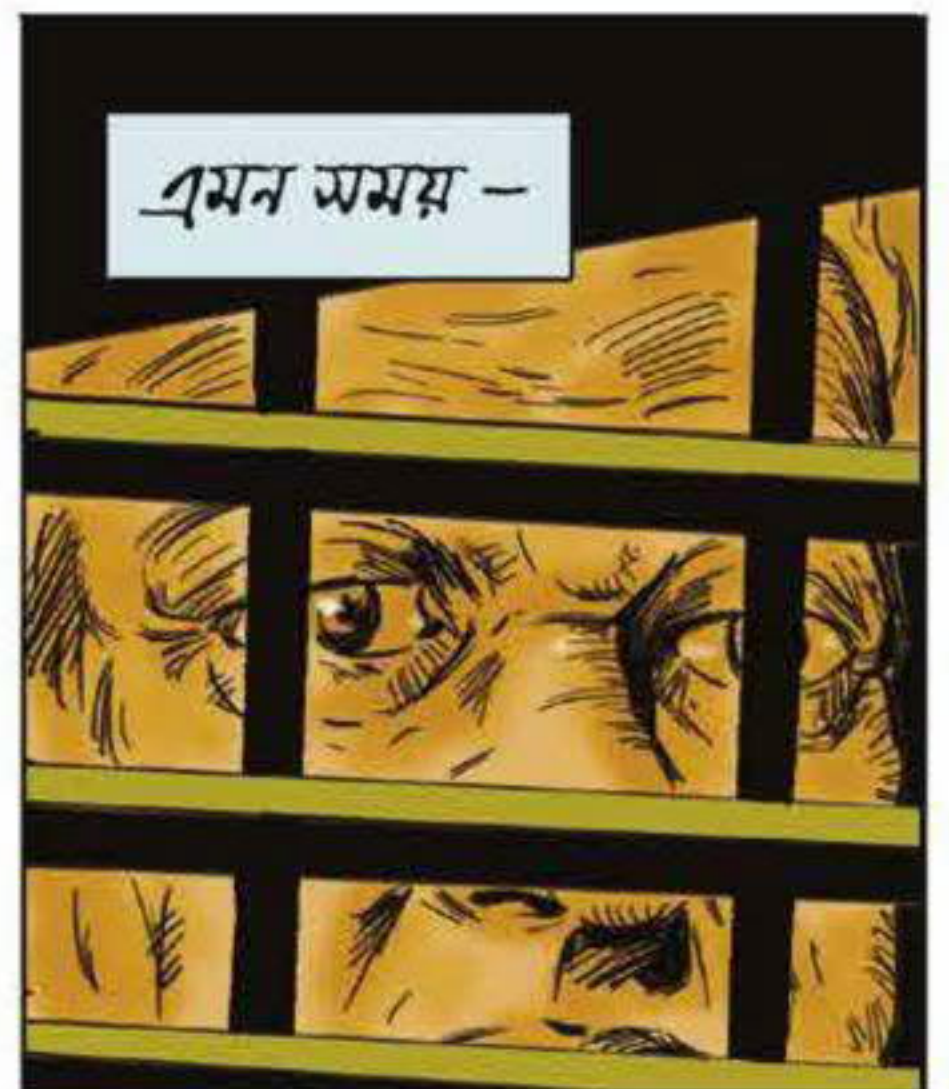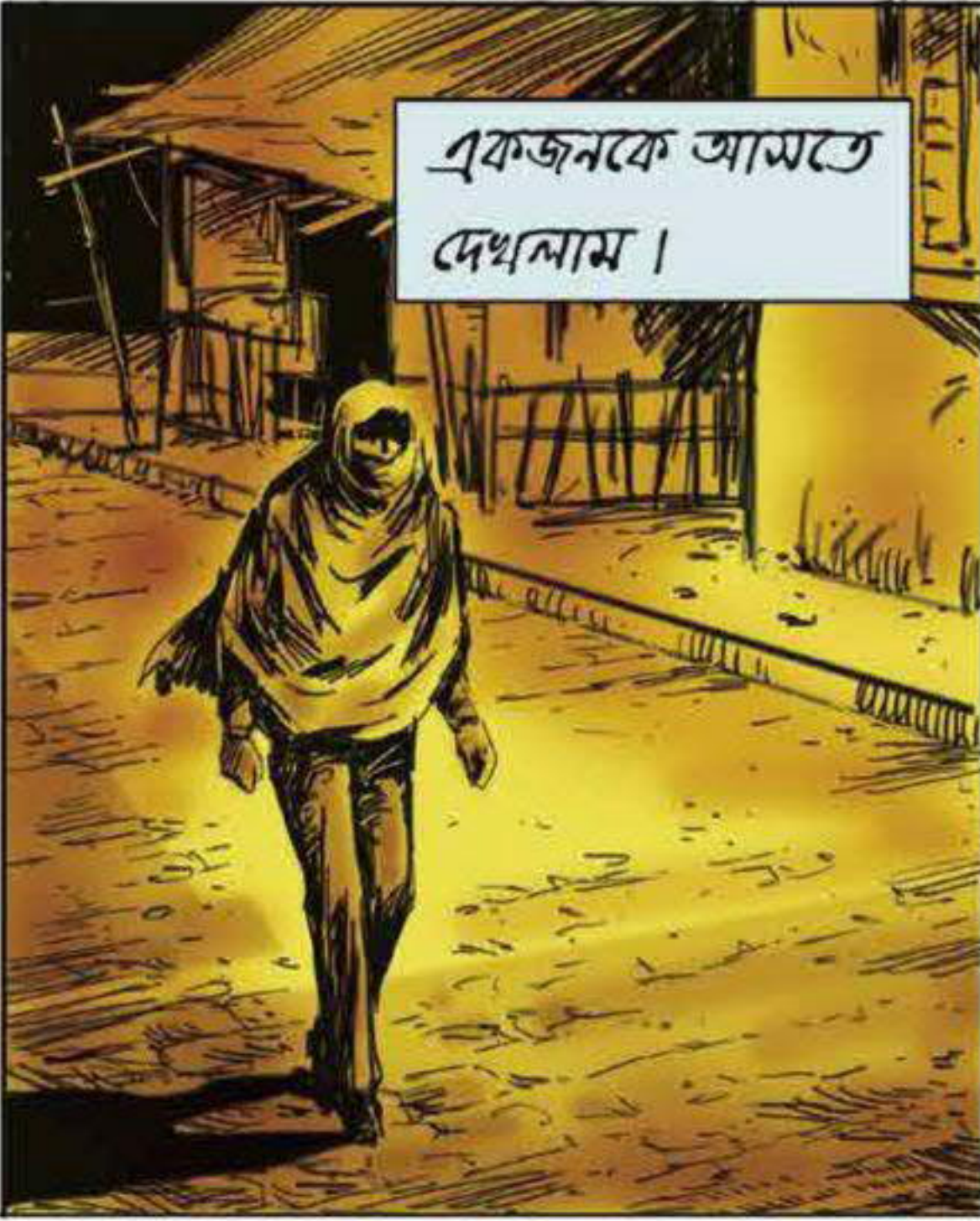
তারপরেই তপনের
ঘরের ইলেকট্রিক
আলো জ্বলে উঠল।
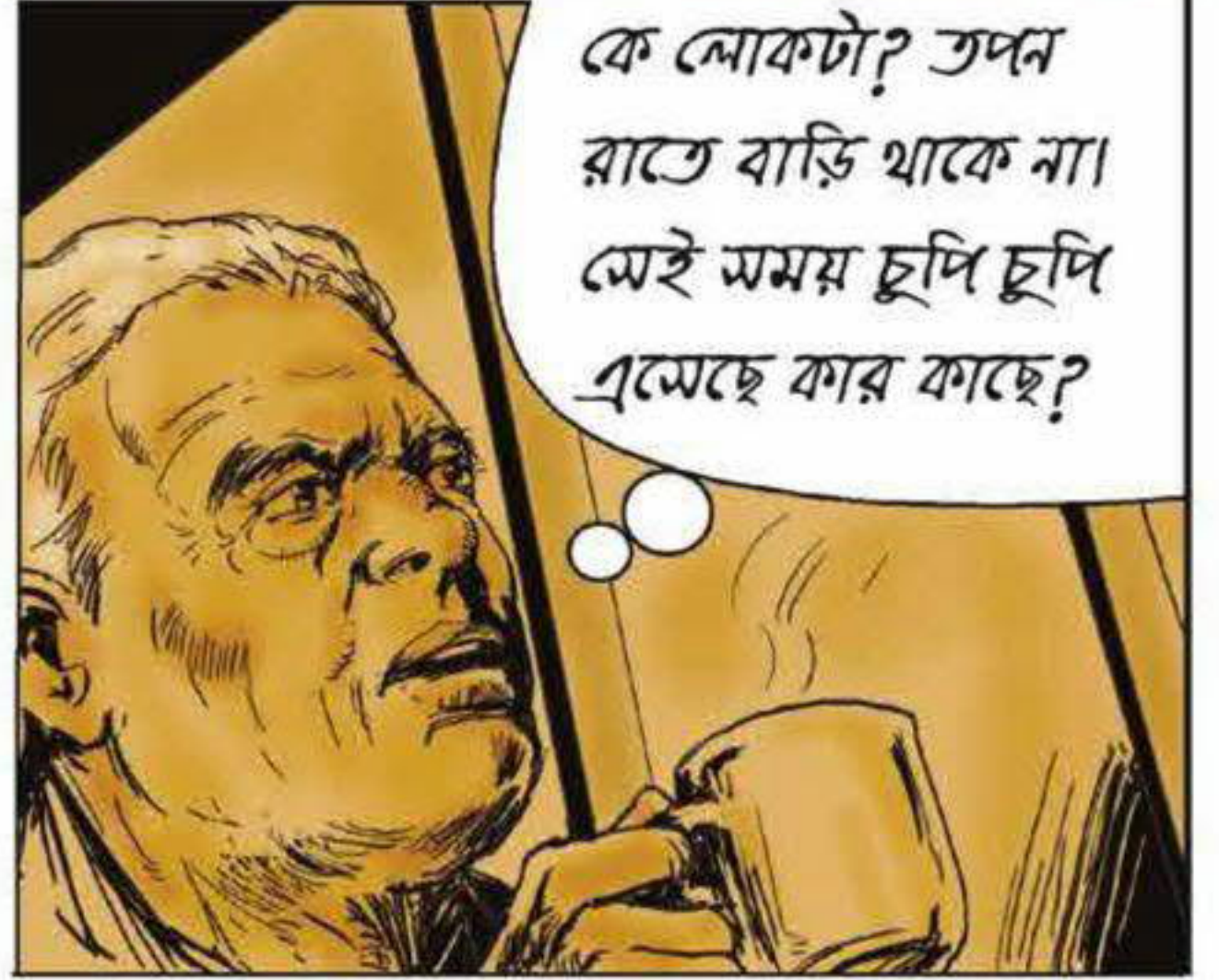
কে লোকটা? তপন
রাতে বাড়ি থাকে না।
সেই সময় চুপি চুপি
এসেছে কার কাছে?

মনটা খারাপ হয়ে গেল।
তপনের স্ত্রী-কে ভাল বলেই
মনে হয়েছিল। কিন্তু মুখ
দেখে কি আর চরিত্র বোঝা
যায়? যাক গে। আমার কী?

ব্যাপারটা নিয়ে তপনকেও
কিছু বললাম না। কিন্তু পরশু
রাতে এক সাংঘাতিক ব্যাপার
দেখলাম।

পরশুও আমাকে অনিদ্রায় ধরেছিল।
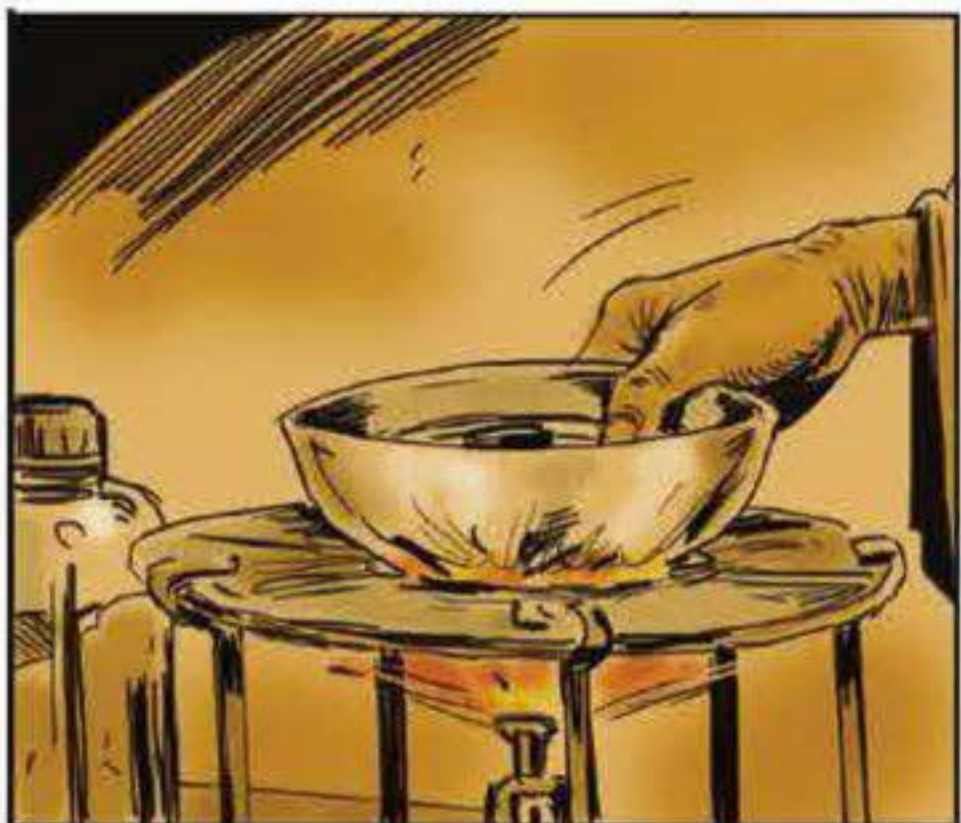
স্টোভে কোকোর জল চড়িয়ে দিয়ে জানলায় এসে বাইরে উঁকি দিলাম।

আবার সেই র‍্যাপার ঢাকা লোকটা তপনের বাড়ির দিকে আসছে দেখলাম।
তখনই আর-একজন লোক গলির মুখে এসে দাঁড়াল। মনে হল কাউকে খুঁজছে।
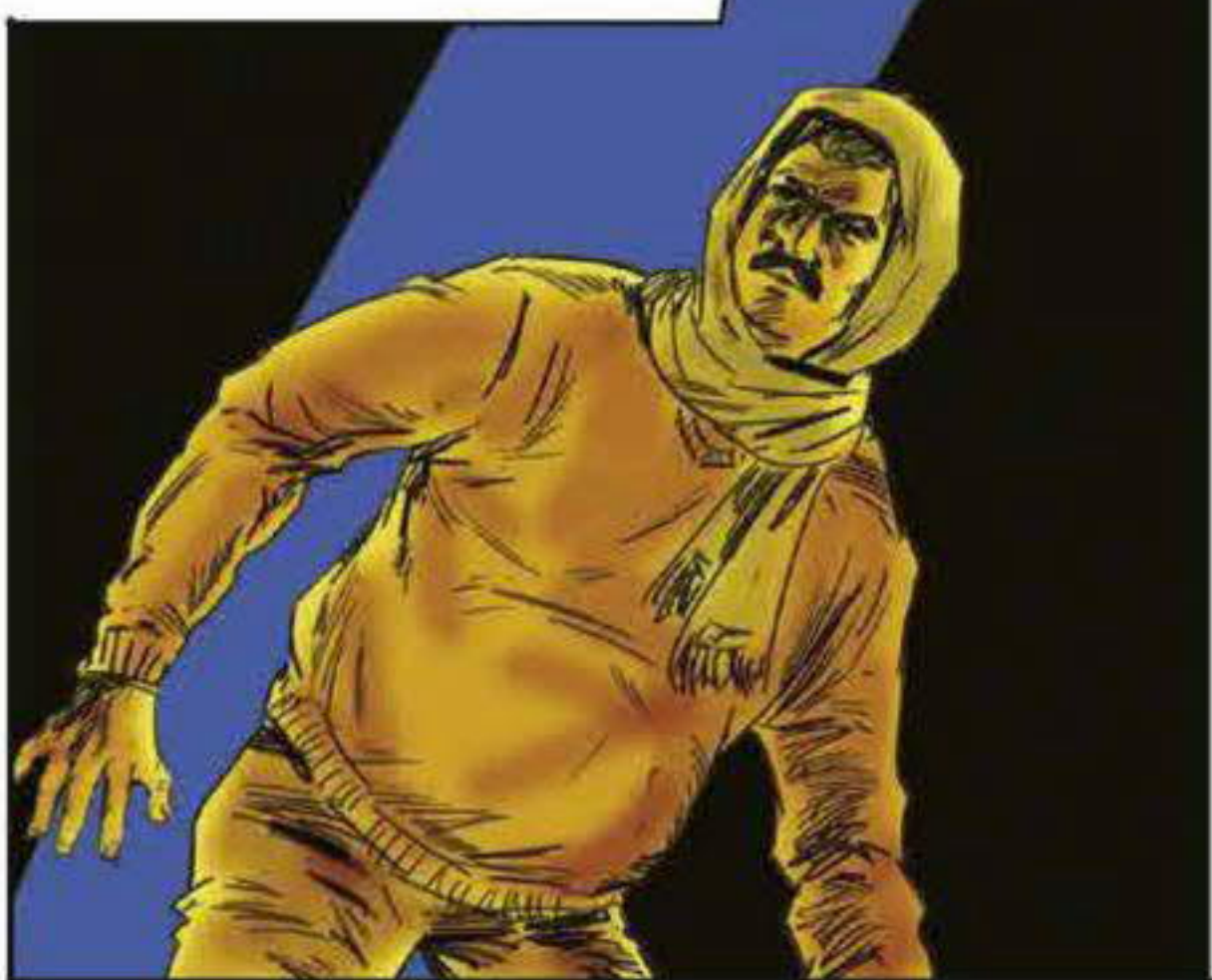
লোকটা এসে গলির ভেতর লুকিয়ে পড়ল।

দ্বিতীয় লোকটা কাছাকাছি আসতেই ঝট করে প্রথম জন গলি থেকে বেরিয়ে এল।

স্নেহময়
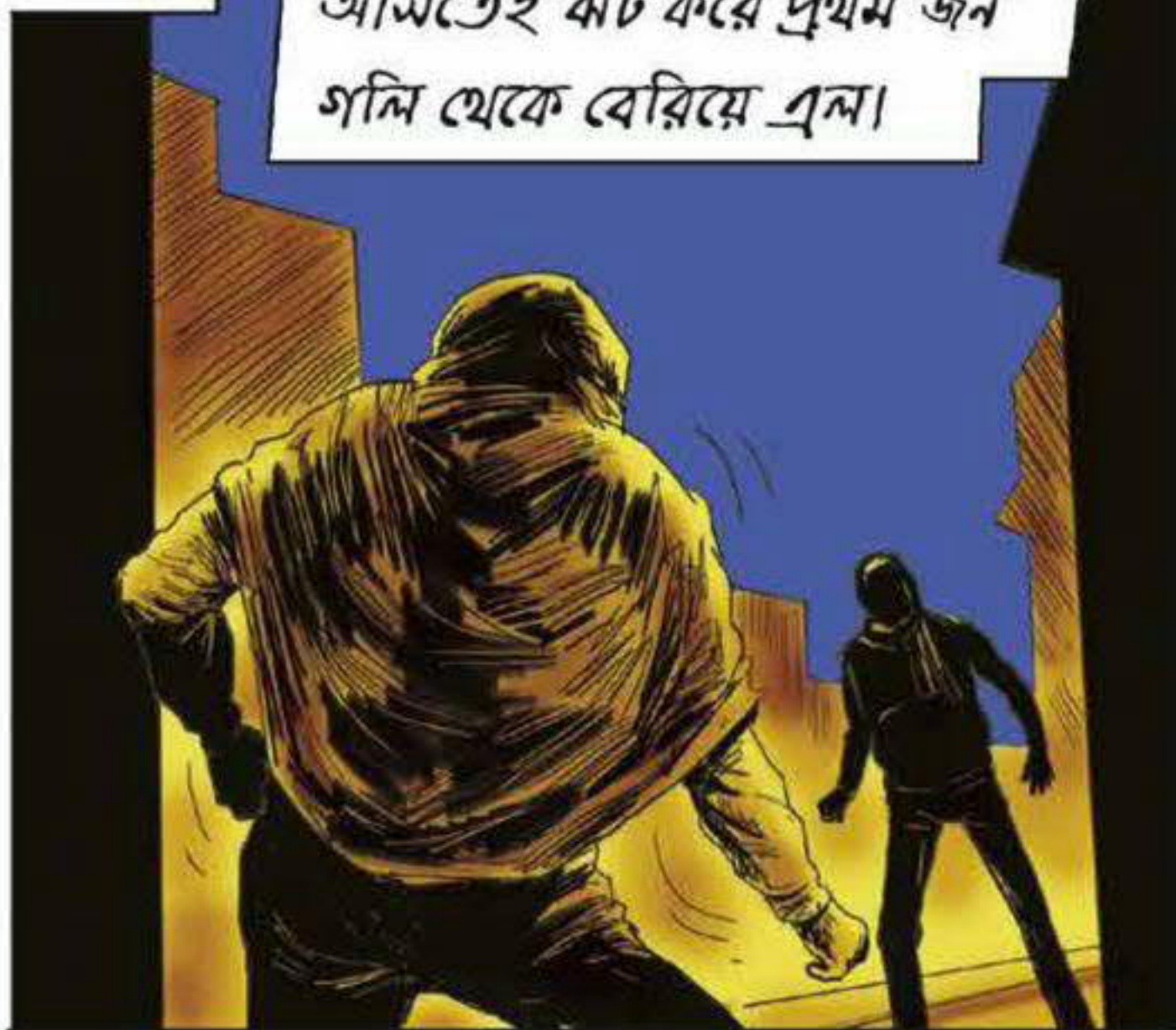
তারপরেই যা ঘটল,
দেখে আমি শিউরে উঠলাম।

স্নেহময়
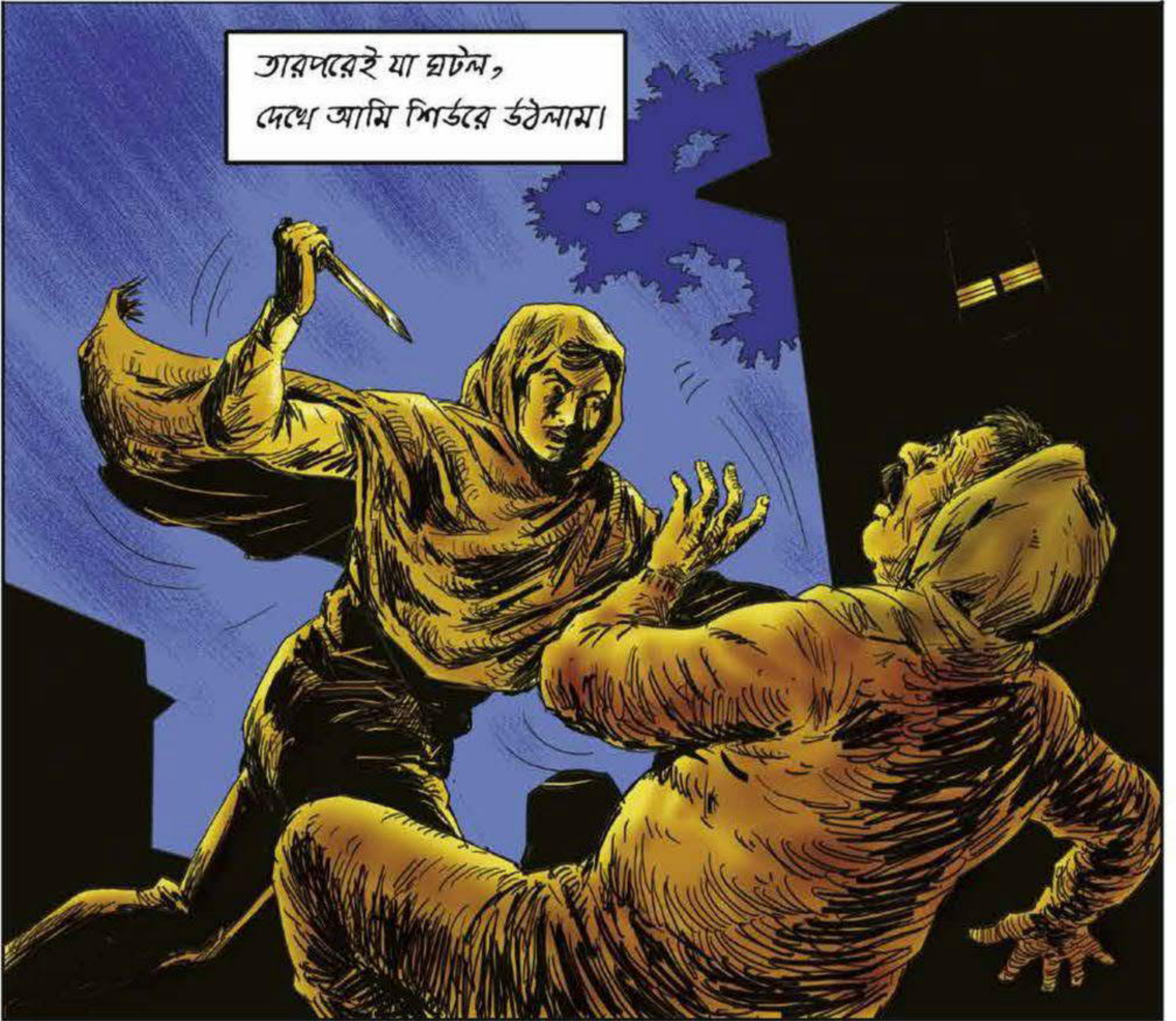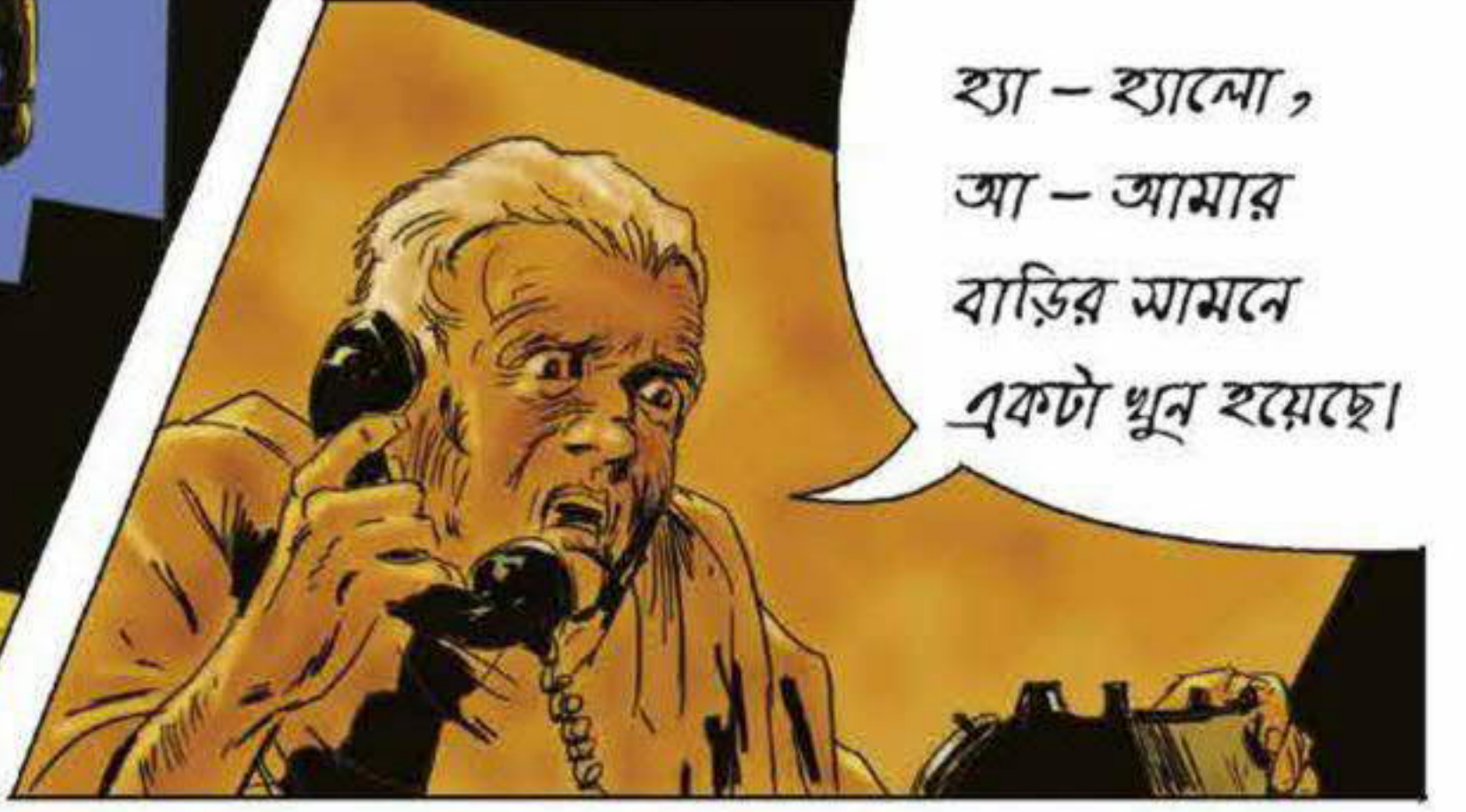
কোনওমতে নিজেকে সামলে থানায় ফোন করলাম।
হ্যা – হ্যালো, আ – আমার বাড়ির সামনে একটা খুন হয়েছে।
থানা কাছেই। পাঁচ মিনিটের মধ্যে পুলিশ এসে আমার কাছে সব শুনেই তপনের বাড়ি ঘেরাও করল।
তপনকে কিন্তু পাওয়া গেল না। তার বউ শান্তা ঘুমোচ্ছিল। সে কিছুই বলতে পারল না।

পরে জানা গেল খুন হওয়া ব্যক্তিটি পুলিশের লোক। তপন ধরা পড়েনি। তার স্ত্রী নির্দোষ হওয়া সত্ত্বেও পুলিশ তাকে জেরা করে চলেছে।

সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা আমার। পুলিশ আমার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তাদের ধারণা আমি এই খুনের ব্যাপারে নিশ্চয়ই কিছু জানি।

আমার টাকা আছে। আপনি এই বিপদ থেকে আমাকে উদ্ধার করলে, যা পারিশ্রমিক চাইবেন তা দেব। দয়া করে যত শীঘ্র সম্ভব আমাকে এসে বাঁচান। ইতি –

বুঝেছি। তুমি চিঠিটা আমাকে দাও। আর এনাকে একটা ফোন করো দেখি।

একটা প্রশ্নের উত্তর চাই। তপনের গলার আওয়াজ কীরকম। আর বলবে, ভাবনার কিছু নেই। আমি আসছি।

মিনিট পাঁচেক পর।
কথা হয়েছে। উনি খুব ভয় পেয়েছেন। বললেন, তপনের গলার আওয়াজ চেরা চেরা।
চেরা চেরা, তা হলে ঠিক ধরেছি। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক। দুপুরের আগেই কাজ মিটিয়ে ফিরে আসব।

ওটাই মনে হয় সেই তপন সেনের ভাড়াবাড়ি। পুলিশ পাহারা দিচ্ছে।
হুম। উলটো দিকের দোতলা বাড়িটা তা হলে চিন্ময়বাবুর। এসো।
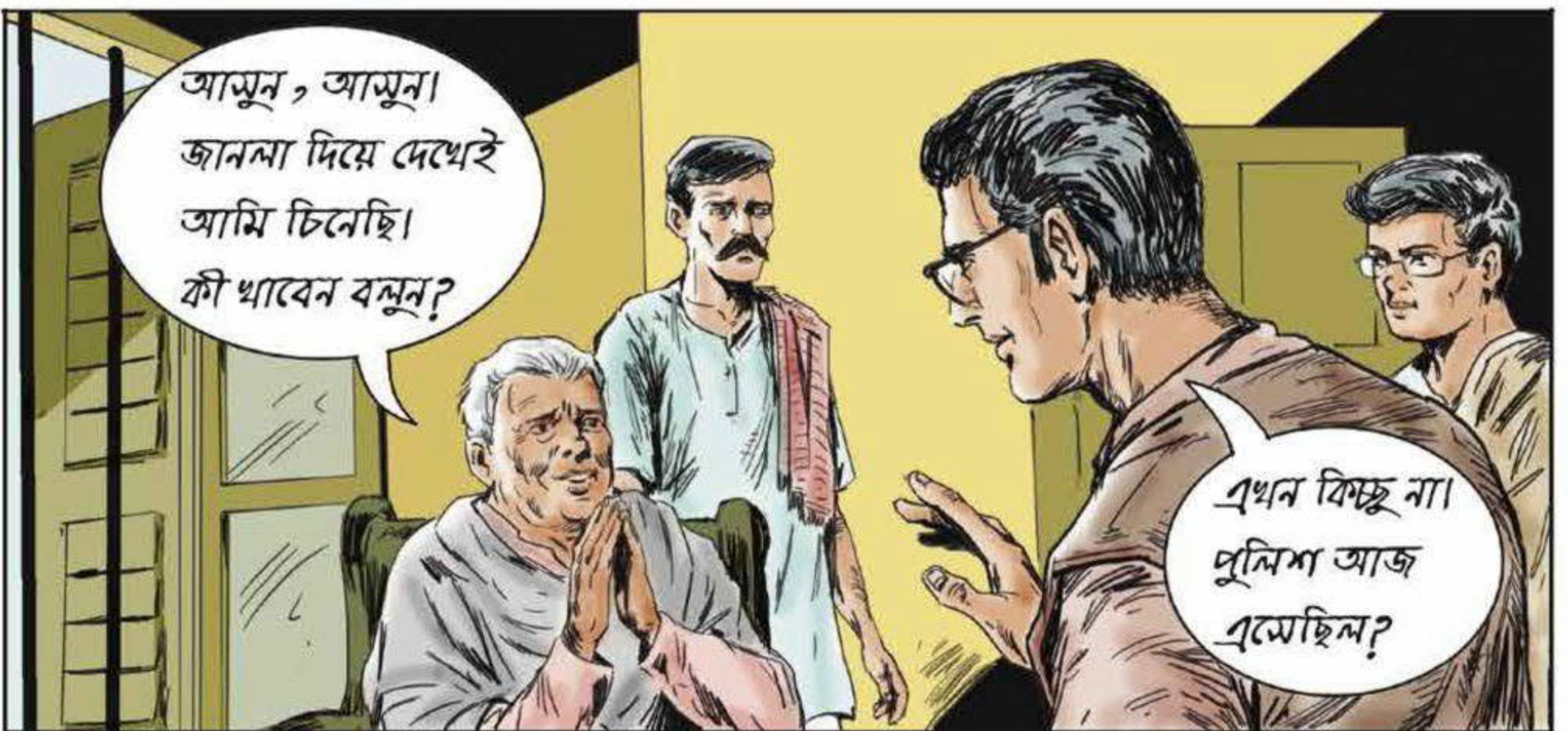
আসুন, আসুন। জানলা দিয়ে দেখেই আমি চিনেছি। কী খাবেন বলুন?
এখন কিছু না। পুলিশ আজ এসেছিল?
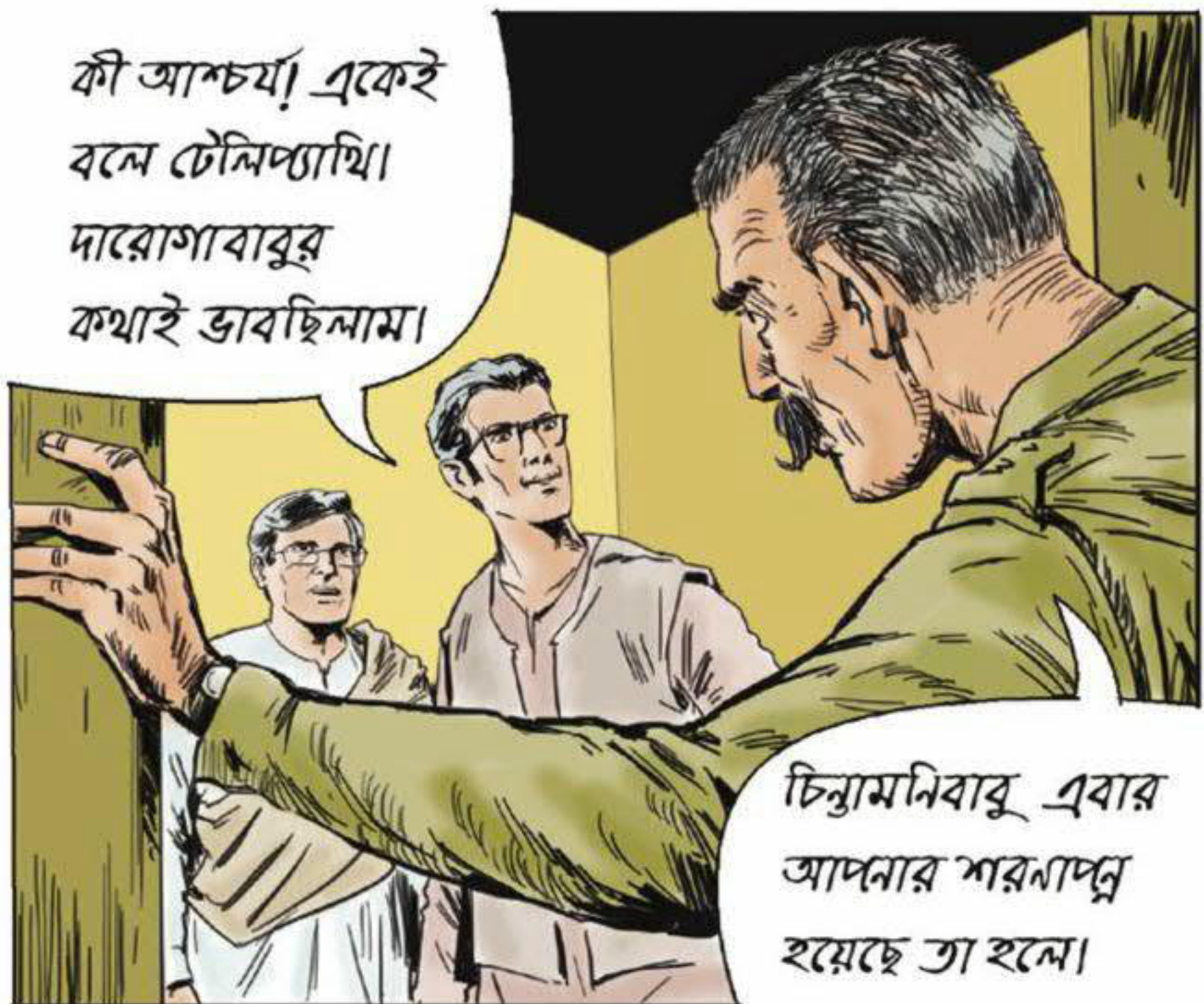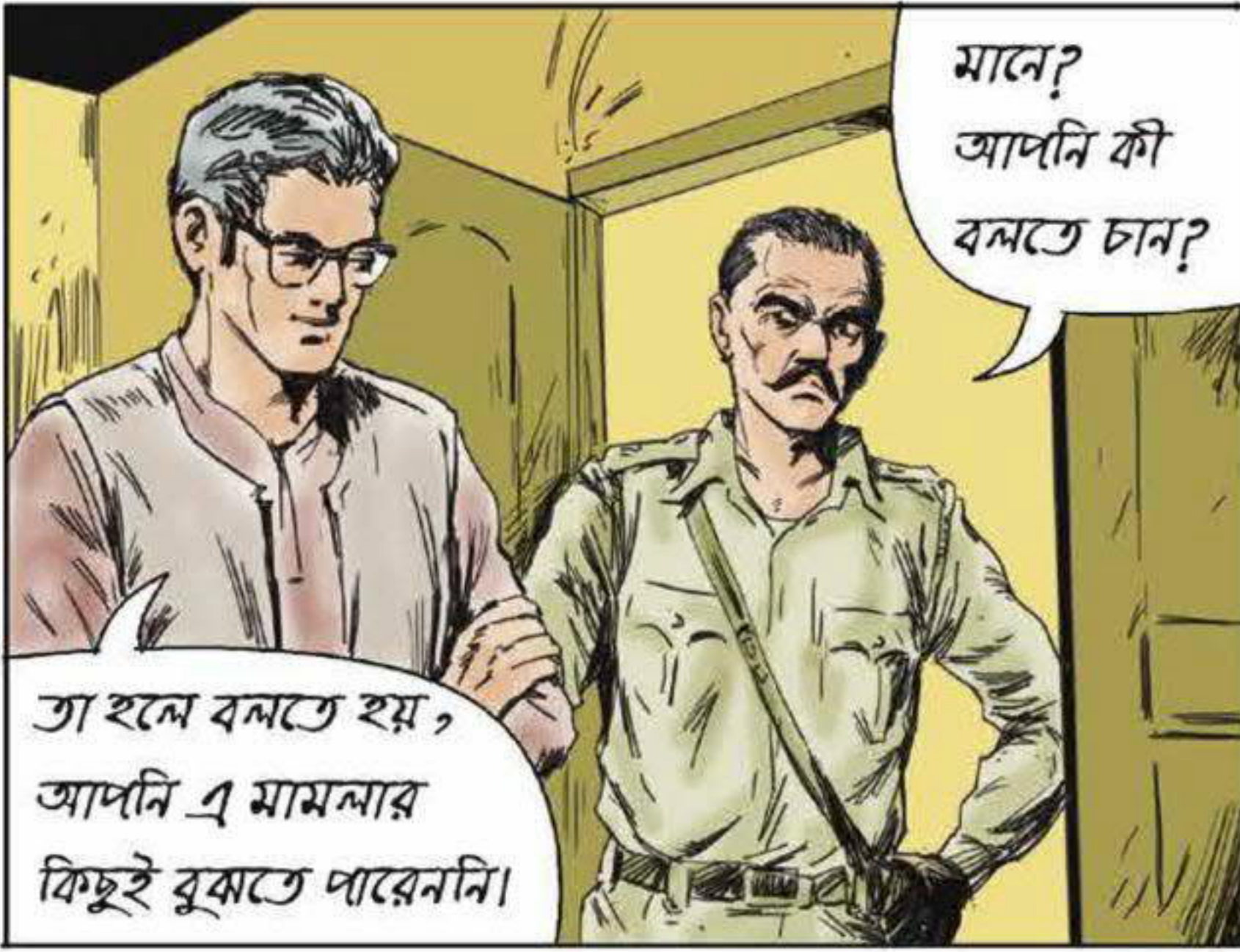
আসেনি আবার?
দারোগা একবার আমার দিকে, একবার তপনের স্ত্রী বেচারি শান্তার দিকে তেড়ে যাচ্ছে। আপনি আমাকে বাঁচান।
ভাববেন না। সব ঠিক হয়ে যাবে। একবার দারোগাবাবুর সঙ্গে দেখা করা ...

ব্যোমকেশবাবু মনে হচ্ছে?

কী আশ্চর্য! একেই বলে টেলিপ্যাথি। দারোগাবাবুর কথাই ভাবছিলাম।
চিন্তামনিবাবু এবার আপনার শরনাপন্ন হয়েছে তা হলে।

চিন্তামনিবাবু আমার মক্কেল। ওঁর ভাড়াটে খুন করে পালিয়েছে। শুধু শুধু আপনারা ওঁকে বিরক্ত করছেন।
দেখুন মশাই, এত সহজে ওঁকে আমরা ছাড়ছি না। এই খুনে তপনের সঙ্গে ডলিও জড়িত।
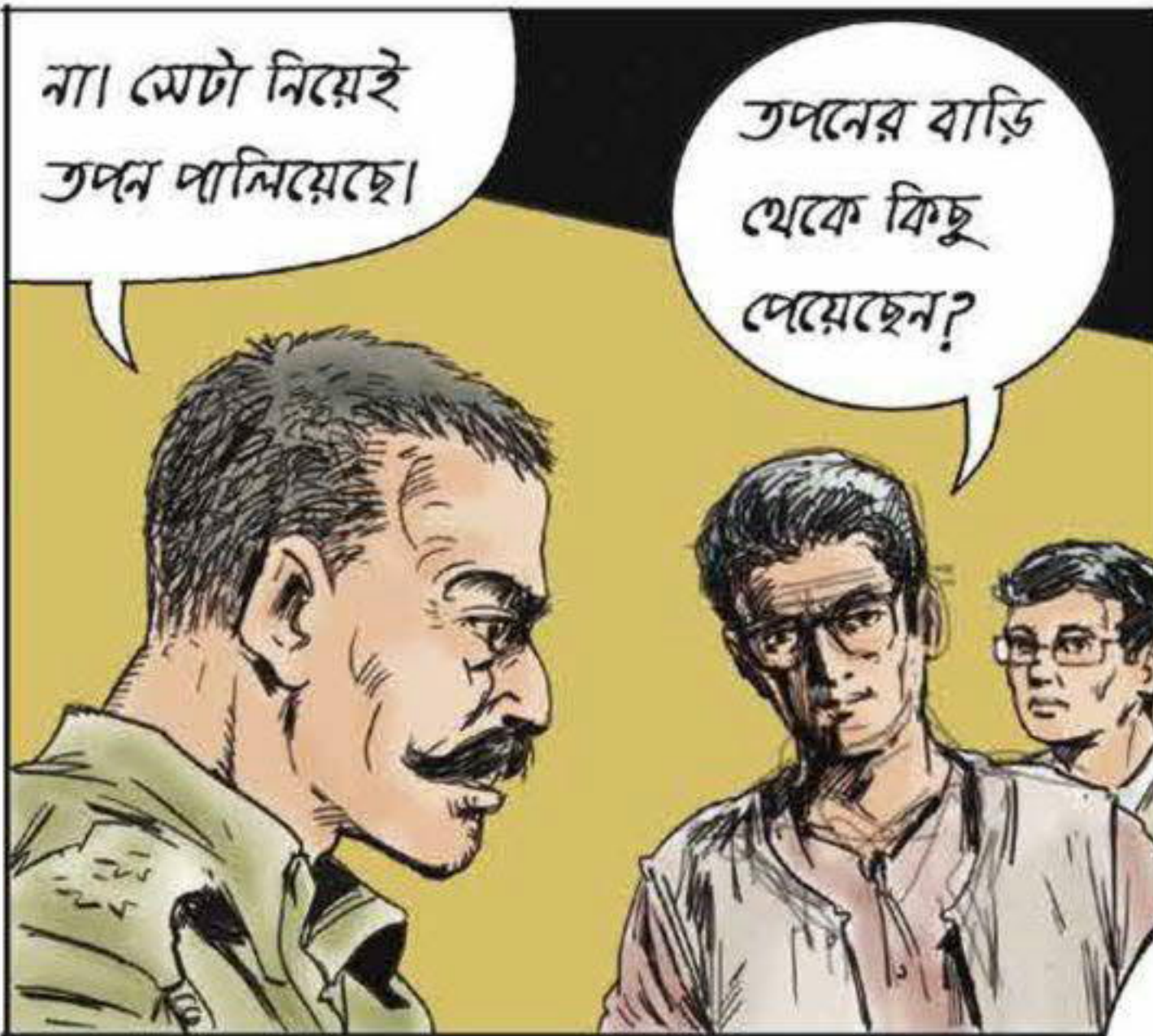
একটা বন্ধ সিন্দুক আছে। কিন্তু তার চাবি তপনের কাছে। ওর বউ তো কিছুই বলতে পারছে না।

ওদের নাকি মাস চারেক বিয়ে হয়েছে। তপনের কাজকর্ম সম্বন্ধে সে কিছুই জানে না।

অ্যাঁ! আপনি জানেন? তা হলে এতক্ষন কেন বলেননি মশাই?
বলব ঠিক সময়ে। তার আগে আমি তপনের ঘরটা একবার দেখতে চাই।
আর তার স্ত্রী-কে দু-একটা প্রশ্ন করতে চাই।

তা বেশ তো। আসুন আমার সঙ্গে আপনি।

আপনি নির্ভয়ে থাকুন। আর কিছুক্ষনের মধ্যেই এ ঝামেলা মিটে যাবে।
উফফফ! তাই যেন হয় মশাই।

তপনের বাড়ির চারপাশে পাহারা। দারোগাবাবুর সঙ্গে আমরা ভেতরে প্রবেশ করলাম।

আপনি আর অজিত
মহিলার কাছে যান।
আমি বাড়িটা একটু
ঘুরে এখুনি আসছি।
বেশ।

আমরা তপনবাবুর স্ত্রী-র সামনে
হাজির হলাম। স্বামীর কৃতকর্মে
মহিলা বেশ ভেঙে পড়েছেন মনে হল।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ব্যোমকেশ
এসে পড়ল।
নমস্কার। কয়েকটা
ছোট ছোট প্রশ্ন
আছে আমার।

কী – কী
কী প্রশ্ন?

আপনার শোওয়ার ঘরে
একটা সিন্দুক দেখলাম।
কী আছে ওতে?
আ – আমি তো
পুলিশকে বলেছি,
আমি জানি না।
চাবি স্বামীর কাছে।

তালা ভাঙার
ব্যবস্থা করেছি।

ভেঙে ফেলুন দারোগাবাবু! ওতে অনেক চোরাই মাল পাবেন।
!

আচ্ছা, আপনার স্বামী কি বাড়িতে দাড়ি কামাতেন না? বাড়ির কোথাও সেসব সরঞ্জাম দেখলাম না!
না। তিনি সেলুনে কামাতেন।

ও, অসামান্য লোক তিনি। তা বাড়িতে চটিও কি পরতেন না?
ওর চটি লাগত না। বাড়িতে আমারটাই পরে কাজ চালাতেন।

তাই নাকি? আপনাদের পায়ের মাপ কি এক?
প্রা – প্রায় সমান।

বাঃ! কত সুবিধে! আপনাদের দু'জনের দেখছি প্রায় সবই সমান। শুধু চুলের রং আলাদা।

মা ... মানে? কী বলতে –

দারোগাবাবু, তৈরি থাকুন। এবার আমার শেষ প্রশ্ন।
?

শান্তাদেবী, চিন্তামনিবাবু দেখেছিলেন আপনার গালে মুসুরডালের মতো একটা তিল আছে। সেটা কই?

তি –তিল? কই না তো। তা হলে হয়তো কিছু কালি-টালি ছিটকে লেগে –

সব প্রশ্নের জবাব তৈরি দেখছি। কিন্তু এই প্রশ্নের কী জবাব দেবেন?
!

নকল চুল!

এর কী জবাব দেবেন?

স্নেহময়

জবাব এল বিদ্যুৎবেগে
এইইইই
চকিতে ব্যোমকেশ সরে গেল,
দারোগাবাবু ঝাঁপিয়ে পড়লেন -

ওই আপনার খুনি আসামি আর এই নিন খুনের অস্ত্র।
আর তপন সেন ?

তপন সেন বলে কেউ নেই। আছে শুধু শান্তা সেন। রাতে ইনিই তপন সেন সেজে বেরোতেন। এই হল কলকাতার মেয়ে-ডাকাত। এবার বাকিটা আপনি খুঁজে বের করবেন।
আর বলতে হবে না। একে চিনতে পেরেছি।
প্রমীলা পাল। দু'মাস আগে জেলের গার্ডকে খুন করে ফেরার।

জমাদার। হাতকড়া লাগাও।

চিন্তামণিবাবুর কাছ থেকে চেক নিয়ে বাড়ি ফিরতে দুটো বেজে গেল।
কী ব্যাপার? এত দেরি! খেতে হবে না?
তোমরা মেয়েরাও কম যাও না। কী বলো অজিত?
শেষ

সমাপ্ত